আদম ব্যবসার নেটওয়ার্ক

wi‡cvU : RqšAvPvh

ভাগ্যান্বেষণের জন্য দেশের ২৬ জন তরুণ স্পেনের উদ্দেশে রওনা দেয়। আদম ব্যবসায়ী দালাল চক্র তাদের কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা করে নিয়েছে। পথে পথে নানা বিপদ-বিড়ম্বনা পেরিয়ে তারা দুবাই পৌঁছায়। মালে, মরক্কো হয়ে তারা স্পেনের উদ্দেশে রওনা দেয়। দালাল চক্র প্রয়োজনীয় খাদ্য না দিয়েই তাদের তুলে দেয় একটি প্লাস্টিকের নৌকায়। ভয়ার্ত ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার জন্য। তরুণরা ইঞ্জিনচালিত নৌকায় উঠতে না চাইলে তাদের হত্যার হুমকি দেয়া হয়। অথৈ ভূমধ্যসাগরের মাঝে নৌকার ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। এক পর্যায়ে পথ হারিয়ে নৌকাটি অসহায়ের মতো ঘুরতে থাকে। জ্বালানি, খাদ্য, পানি ফুরিয়ে যায়। না খেয়ে সাগরের মাঝে তারা একে একে প্রাণ হারাত থাকে। বেঁচে থাকা সহযাত্রীরা লাশের দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে ভাসিয়ে দেয় সাগরে। অবশেষে আলজেরিয়ার কোস্টগার্ড নৌকাটি উদ্ধার করে। হাসপাতালেই ১৫ জন তরুণ এখনো দেশে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৫০ জন যুবক গত ২৫ মার্চ উচ্চ বেতনের চাকরির আশায় ইটালির পথে যাত্রা শুরু করে। দালাল চক্র তাদের কাছ থেকে ৬ থেকে ৭ লাখ টাকা নেয়। প্রথমে নিয়ে যায় আফ্রিকার দেশ মালিতে। সেখান থেকে আনা হয় মৌরিতানিয়া ইনার সীমান্তে। এদের ৩৬ জনকে আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব সাহারা মরুভূমি পার হওয়ার জন্য ১২ সিটের একটি জিপে তুলে দেয়া হয়। পথেই মারা যায় এক যুবক। মরুভূমি পার হয়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ১১ মাস কারাভোগের পর তারা দেশে ফিরেছে।

দুটি ঘটনাই মর্মস্পর্শী। ঘটনার নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা পুরো জাতিকে হতবাক করে দিয়েছে। অবশেষে তোলপাড় শুরু হয়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে। দেশের বিভিন্ন ম্যানপাওয়ার রিক্রুটিং ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলো বিদেশে মানুষ পাঠানোর নামে সর্বনাশা খেলা খেলছে। সারা দেশে রয়েছে এদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আদম পাচার দালাল চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি, সিভিল এভিয়েশনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা। সংঘবদ্ধ এ চক্রের খপ্পরে পড়ে প্রতিনিয়ত তরুণরা প্রতারিত হচ্ছে, সর্বস্বান্ত হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, কিভাবে ট্রাভেল বা ম্যানপাওয়ার রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে বছরের পর বছর অবৈধ আদম ব্যবসা করে চলেছে? জাল পাসপোর্ট, ভিসা নিয়ে একজন লোক কিভাবে ইমিগ্রেশন পার হচ্ছে? খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে তাদের কোনো বৈধতা নেই। প্রায় ৩০০ ম্যানপাওয়ার রিক্রুটিং এজেন্সি অনুমোদন ছাড়াই দীর্ঘদিন ব্যবসা করছে।

ট্রাভেল এজেন্সি : গজিয়ে উঠেছে ব্যাঙের ছাতার মতো

সারা দেশে অনুমোদনহীন ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে উঠেছে। দেশে প্রায় ৫ হাজার ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বৈধ ১৬৩০টি। ট্রাভেল এজেন্সির অনুমোদন দিয়ে থাকে বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ। সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ সূত্র জানিয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারির হিসাব অনুসারে তাদের ১৬৩০টি ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধিত রয়েছে। বিগত ৩ বছরে ২৩৮টি ট্রাভেল এজেন্সিকে লাইসেন্স নবায়ন না করার জন্য বাতিল করা হয়েছে। গত একযুগে শুধু দোহার ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। গত তিন বছরে ৩৭৯টি নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ট্রাভেল এজেন্সিগুলো বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সিস রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল রুল ১৯৭৭ অনুসারে পরিচালিত হয়। এই রুল অনুসারে আবেদন করেই সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ট্রাভেল এজেন্সিকে আইনি রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়। এর জন্য ৫ লাখ টাকা জামানত রাখতে হয়। রেজিস্ট্রেশন নিয়ে পরে সিভিল এভিয়েশনের প্রতিটি নিয়ম তাকে মেনে চলতে হয়। এ নিয়ম ভঙ্গ করলে এবং প্রতারণার প্রমাণ পেলে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সির রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দিতে পারে। এতো কড়া আইন থাকার পরও কয়েক হাজার অনুমোদনহীন ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে উঠেছে। শুধু বৃহত্তর সিলেটেই ২ হাজারের ওপরে অবৈধ ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে। অনুমোদনহীন ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে উঠেছে প্রায় সব জেলা শহরে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স নিয়েই এসব ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবসা শুরু করেছে। কার্যত যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো অবৈধ মানুষ পাচারের কাজ করে থাকে। ট্রাভেল এজেন্সিগুলো অবৈধভাবে ভারতের মধ্যে দিয়ে সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, মিসর, ইরান, বাহরাইনে লোক পাঠায়। একটি রুট দিয়ে সিঙ্গাপুর, হংকংয়ে লোক পাঠায়।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের যে যুবক বিদেশে যায় তার অর্থের প্রতি প্রচন্ড মোহ কাজ করে। তারা মালয়েশিয়া, সৌদি আরব এবং ইটালির আদম ব্যাপারীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। এক সময় প্রচুর অর্থের মালিক বনে যায়। দেশে ফিরে এসে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে লোক পাঠানোর ব্যবসা শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় দু-একজন পাঠানোর পর বিপুল পরিমাণ লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশী দালালদের হাতে তুলে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী দালালরা প্রতারণা করে। নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোরাতে থাকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের যে যুবক দেশী দালালের কাছে ৬-৭ লাখ টাকা জমা দেয়, সে তখন নিরুপায় হয়ে যেকোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়। অনেকটা অসহায় হয়ে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও বিদেশে পাড়ি জমাতে দ্বিধা করে না। রাজধানীর মতিঝিল, ফকিরাপুল, পল্টন, বনানী, মহাখালী, নিউ ডিওএইচএস, গুলশানে শত শত ট্রাভেল এজেন্সি গড়ে উঠেছে যাদের অন্যতম আয় এই পথে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে যে প্রতারকদের খুঁজে পাওয়া গেছে তাদের অন্যতম আতিকুর রহমান (তালাশ)। মালয়েশিয়াকেন্দ্রিক সিন্ডিকেটের অন্যতম মেম্বার দীর্ঘদিন জাল পাসপোর্টের মাধ্যমে বিদেশে লোক পাঠানোর নামে প্রতারণা করে যাচ্ছে। ইউরোপে লোক পাঠানোর কথা বলে জমজমাট প্রতারণার ব্যবসা করছে

'ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচলিত আইন বেশ দুর্বল। শাস্তির ব্যবস্থা লঘু'

মীর মোহাম্মদ নাছিরউদ্দিন

wegvb I chUb cwZgš¿x

বিজয়নগরের লিংকন ট্রাভেল এজেন্সি। এই এজেন্সির মাধ্যমে হারুন আলী, মনির হোসেন ও নূর হোসেন ইটালি এবং স্পেনে লোক পাঠানোর কাজ করে থাকে।

প্রধানত ফকিরাপুল, নয়া পল্টন, মতিঝিলকেন্দ্রিক ট্রাভেল এজেন্সিগুলোকে নিয়ে আদম পাচারের বিশাল সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। এরা বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন বিভাগ ও বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে জাল ভিসা ও গলাকাটা পাসপোর্টের (পিসি) মাধ্যমে আদম পাচার করছে। এই সিন্ডিকেটের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হচ্ছে ফকিরাপুলের মোশাররফ। সে মূলত লন্ডন, জাপান, স্পেন, গ্রিসে লোক পাঠাতে ৬ থেকে ১২ লাখ টাকা নিলেও গোটা প্রক্রিয়াই অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ। স্পেনের উদ্দেশে তার পাঠানো ২০ তরুণ দুই মাস ধরে মরক্কোর কারাগারে বন্দি রয়েছে। আটক তরুণদের আত্মীয়স্বজন খোঁজখবর নিতে এলে তাদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফকিরাপুলের কামালের পাঠানো ৮-১০ জন তরুণ পড়ে আছে মস্কোর কারাগারে। তাহেরের পাঠানো সাতজন আটক আছে মস্কোর জেলে। ফারুক, ইকবাল আবদুল্লাহ পিসি ও জাল ভিসার মাধ্যমে লোক পাঠায় রাশিয়া, কোরিয়া, মরক্কো, তুরস্ক ও গ্রিসে। মতিঝিলের মাহাবুবের পাঠানো ট্যুরিস্ট ভিসায় প্রায় ২৫ যাত্রী আটকা পড়ে আছে ব্যাংকক ও মালয়েশিয়ার জেলে। পুরানা পল্টনের মতিনের ট্রাভেল এজেন্সির মূল ব্যবসা আমেরিকা, জাপান, কানাডা ও লন্ডনে পিসির মাধ্যমে লোক পাঠানো। মহাখালীর আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেটের মাহবুব জাপান ও আমেরিকায় লোক পাঠায়। মতিঝিলের আবুল হাসান নামের এক ট্রাভেলস মালিক ভারতে ভিসা করিয়ে দেয়াসহ সব রকমের জাল ভিসার ব্যবসা করছে।

ঢাকা জেলার দোহার থানার লক্ষ্মীপ্রাসদ গ্রামের মোস্তাক আহমেদ, কার্তিকপুর গ্রামের রিয়াজ আহমেদ রাজু, দোহার ট্রাভেলসের মালিক আবদুস সালাম মিয়া অবৈধভাব ২৬ জনকে ২৩ ডিসেম্বর কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে করে স্পেনের কথা বলে মরক্কো পাঠায়। পাঠানোর আগে স্পেনের বৈধ ভিসার কথা বলে ৬ থেকে ৮ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছ থেকে নেয়া হয়।

অবৈধভাবে বিদেশে মানুষ পাচারে সবচেয়ে প্রতাপশালী এ চক্রটি। প্রভাবশালী একজন মন্ত্রীর সঙ্গে তাদের রয়েছে বেশ সখ্য। স্কাইলাইন ট্রাভেল এজেন্সি গত বছর আফ্রিকার দ্বীপদেশ মরোনিতে কয়েক তরুণকে পাঠিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়। গত বছর ১০ নবেম্বর মরোনি থেকে ১৬ জন ফেরত আসেন। জানা গেছে, কিছু ট্রাভেল এজেন্সি ভ্রমণ ভিসায় মালদ্বীপে লোক পাঠানোর রমরমা ব্যবসা শুরু করেছে।

'আমরা সম্মিলিতভাবে পাচার প্রতিরোধে মনিটরিং করার উদ্যোগ নিচ্ছি'

†gRi (Aet) Kvgi“j Bmjvg

cwZgšx, cevmx Kj¨vY gšYvjq

ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর সংগঠন এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব)। বিগত আমলে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. এবিএম ইকবাল আটাবের সভাপতি ছিলেন। বিগত সরকারের সময়ে তিনি আটাবের নেতৃত্ব অগণতান্ত্রিকভাবেই কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। আটাব সূত্র থেকে জানা গেছে, দেশে অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্সির মাত্র ৭৪৫টি তাদের সদস্য। তারা বিজিএমইএ ও বায়রার ন্যায় সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত সব ট্রাভেল এজেন্সিকে আটাবের সদস্য পদ গ্রহণে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছে। আটাব দাবি করছে, ট্রাভেল এজেন্সির কাজ শুধু বৈধ ভিসা, পাসপোর্ট দেখে একজনকে বিমানের টিকেট করে দেয়া। কোনো ধরনের ম্যানপাওয়ার রপ্তানির সঙ্গে ট্রাভেল এজেন্সি জড়িত হতে পারে না। আটাবের সভাপতি এমএ মোহাইমিন সালেহ ২০০০কে বলেন, সাহারা ও ভূমধ্যসাগরের ঘটনার পর সবাই মিলে ঢালাওভাবে ট্রাভেল এজেন্সির ওপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করছে। আসলে আদম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ট্রাভেল এজেন্সিগুলো

'ঢালাওভাবে ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা ঠিক নয়'

কাজী ওয়াহিদুল আলম

m¤úv`K, `¨ evsjv‡`k gwbUi

লাইসেন্সবিহীন। তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সব বৈধ লাইসেন্সধারীকে আটাবের সদস্যভুক্ত হওয়ার বিধান করতে হবে। এ দাবি আমরা সরকারের কাছে জানিয়েছি। বৈধ ট্রাভেল এজেন্সিগুলো আটাবের সদস্য হলে এসোসিয়েশনের ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সিভিল এভিয়েশন কেন এ কাজটি করছে না? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আসলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সব বৈধ ট্রাভেল এজেন্সিকে এসোসিয়েশনের অধীনে আনা সম্ভব হচ্ছে না। মন্ত্রী মীর নাছিরের সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সব সিভিল এভিয়েশনের লাইসেন্সধারী ট্রাভেল এজেন্সিকে আটাবের সদস্য হতে হবে। অথচ মন্ত্রীর সচিব নোটিশ করে তা বন্ধ করে দেন। মন্ত্রীর চেয়ে কি সচিব বড়? তিনি বলেন, সব ট্রাভেল এজেন্সি আমাদের সদস্য হলে আমরা একটি মনিটরিং সেল করবো। সবারই কাজের প্রতি নজরদারি রাখা হবে। আপনাদের সদস্য অনেক ট্রাভেল এজেন্সি তো আদম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আপনার পত্রিকায় যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তারা কেউ আটাবের সদস্য নয়। এ ধরনের কাজ কোনো সদস্য করলে আটাব তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

দেশের একমাত্র ভ্রমণবিষয়ক ম্যাগাজিন 'দ্য বাংলাদেশ মনিটর' সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, 'ঢালাওভাবে ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে যেসব ট্রাভেল এজেন্সি কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব সরকারের। সিভিল এভিয়েশনকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর হতে হবে। বিমানবন্দর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে অবৈধভাবে যাওয়া ঠেকানো যাবে না।'

দেশে পাঁচ শতাধিক অবৈধ রিক্রুট এজেন্সি

দেশে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ৭৪৫টি। এগুলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি বায়রার সদস্য। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এর বাইরেও ৫ শতাধিক রিক্রুটিং এজেন্সি কাজ করছে। সাধারণত জনশক্তি রপ্তানির লাইসেন্স নিতে হলে প্রায় ২২ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয় একজন আদম ব্যবসায়ীর। এর মধ্যে জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর নামে ফেরতযোগ্য ১২ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র কিনতে হয়। এই অর্থ জামানত হিসেবে নেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যুরোর নামে অফেরতযোগ্য নগদ ৫ লাখ টাকা ফি ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দিতে হয়। জানা গেছে, লাইসেন্স পেতে আরো ৪/৫ লাখ টাকা উৎকোচ লাগে। এ অর্থ মূলত জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দিতে হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির জন্য এজেন্সিগুলো কোনো নিয়মই মানতে চায় না। সারা দেশে তাদের দালাল ছড়িয়ে রাখা হয়। এই দালাল চক্রই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোক বিদেশে বেশি টাকার চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসে। এই এজেন্সিগুলো অভিজাতপাড়া

গুলশান, বারিধারা, বনানীতে অফিস বা সাব-অফিস নিয়ে বসেছে।

সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আদম পাঠানোর জন্য রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো প্রায় দেড় লাখ টাকা নিয়ে থাকে। তবে সরকার থেকে ৭০ হাজার টাকা নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি সরকারের নির্ধারিত রেটে লোক পাঠায় না। আবার দেখা যায়, একজনকে বিদেশে পাঠালে ১০ জনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকে। টাকা নিয়ে অধিকাংশ রিক্রুটিং এজেন্সি মানি রিসিট দেয় না। জানা গেছে, সরকারের পক্ষ থেকেই মালয়েশিয়া, কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা শুরু হয়। পরে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। ইউরোপের দেশগুলো এবং অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় বৈধভাবে আদম পাঠানো বন্ধ। একশ্রেণীর রিক্রুটিং এজেন্সি বৈধতার কথা বলে মানুষ পাঠাচ্ছে। অবৈধভাবে এসব দেশে পাঠিয়ে দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। পথে ধরা পড়লে মানুষটির সবই হারাতে হচ্ছে। এসব এজেন্সি জিয়ায় অসাধু ইমিগ্রেশন ও এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তাদের উৎকোচ দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে নিচ্ছে। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো পরিচালিত হয় '৮২ সালের প্রণীত ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্স অনুসারে। রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো নিয়মিত মনিটরিং করার বিধান থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা তা করে না। বায়রার সেক্রেটারি জেনারেল আলী হায়দার চৌধুরী ২০০০কে বলেন, আমরা বায়রা থেকে সব সময় অবৈধভাবে মানুষ পাঠানোকে নিরুৎসাহিত করি। আমরা দেখেছি, অবৈধ অভিবাসনকে উৎসাহিত করলে বৈধ পথটা সংকুচিত হয়ে যায়। কোরিয়াতে অতীতে আমরা লোক পাঠিয়েছি। অবৈধভাবে লোক কোরিয়ায় যাওয়ায় সে দেশের সরকার ক্ষুব্ধ হয়েছে। মালয়েশিয়ায় এমন সমস্যা হচ্ছে। হজ করতে গিয়ে লোক ফিরে না আসায় সৌদি সরকার উষ্মা প্রকাশ করেছে। মনে রাখতে হবে, ইললিগ্যাল মাইগ্রেশন লিগ্যাল মাইগ্রেশনকে সংকোচিত করে দিচ্ছে। বায়রা থেকে আমাদের অনুরোধ, অবৈধভাবে বিদেশের পথে পাড়ি দেবেন না। আপনারা তো এ বিষয়টি জানতেন, কেন উদ্যোগ নেননি? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা আমাদের উদ্যোগের বিষয় নয়। এটার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের। বায়রার কাজ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট অনুমতি নিয়ে বৈধ লোক পাঠানো। ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে একজন লোক গেলে কেন ইমিগ্রেশন জিজ্ঞাসা করে না ফিরতি টিকেট নেই কেন?' বায়রার সদস্যরাও তো অনেক সময় অবৈধভাবে লোক পাঠায়। তাদের বিরুদ্ধে কি কখনো ব্যবস্থা নিয়েছেন? এ প্রসঙ্গে আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, অবৈধভাবে লোক পাঠানো অন্যায়। আমরা যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাই অবশ্যই ব্যবস্থা নেবো। ইতিমধ্যে নেয়াও হয়েছে। আমাদের প্রতিটি সদস্যের ওপর নজরদারি রয়েছে। তদারকি আছে। তদন্ত কমিটি রয়েছে। তদন্ত কমিটির অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করি। প্রতারণা প্রমাণিত হলে লাইসেন্স বাতিল করতে সরকারের কাছে সুপারিশ করি। আপনারা ২০০০ পত্রিকায় ডেটকো নামক একটা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লিখেছেন। আমরা বায়রা ডেটকোর নবায়ন পত্র দেইনি। আমরা মনে করি ডেটকোর কাজ চালানোর অধিকার নেই। তিনি বলেন, অবৈধভাবে লোক পাঠানো বন্ধের জন্য আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন। আসলে স্বরাষ্ট্র, প্রবাসী কল্যাণ, বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে ভালোভাবে সমন্বয় দরকার। আটাব, বায়রাও তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সবার সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল করলে, কাউন্সিলিং করলে অবৈধভাবে বিদেশে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

'অবৈধ অভিবাসনকে উৎসাহিত করলে বৈধ পথটা সংকুচিত হয়ে যায়'

আলী হায়দার চৌধুরী

gnvmmPe, evqiv

অবশেষে সরকারে দৌড়ঝাঁপ

দেশে এখন প্রায় ৫ কোটি লোক বেকার। প্রতি বছর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক লাখ শিক্ষিত তরুণ বের হচ্ছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির ন্যূনতম চেষ্টা সরকারের নেই। অতীতেও কোনো সরকার পরিকল্পিত আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়নি। বেকারত্বের কারণে উন্নত জীবনের আশায় এ দেশের তরুণরা বিদেশে যেতে মরিয়া। বাবা-মায়ের শেষ সম্পদ বিক্রি করে, প্রবল ঝুঁকি নিয়েও তারা বিদেশে যেতে চায়। দালালরা কার্যত এ সুযোগটি নিচ্ছে। ভূমধ্যসাগরীয় ও সাহারা ট্র্যাজেডি প্রকাশের পর টনক নড়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে। চলছে গতানুগতিক ধারায় নতুন করে আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধনীর উদ্যোগ। মন্ত্রীদের সেই একই গদবাঁধা কথা। আসলে সাহারা ও ভূমধ্যসাগরীয় দুটি মর্মান্তিক ঘটনাই মিডিয়ার মাধ্যমে জাতির সামনে চলে আসায় সরকারের তরফ থেকে অতীতের মতো দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে। চলছে আইন সংশোধনীর উদ্যোগ। অথচ এমন ঘটনা তো অতীতে প্রায়ই ঘটেছে। মিডিয়ায় আসেনি বলে জানা যায়নি।

প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম অবৈধ লোক পাচার প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেন, 'সরকার বিদেশে অবৈধ লোক পাঠানো প্রতিরোধে সর্বদাই সচেষ্ট। অবৈধ পাচারকারী চক্রকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। আমরা সম্মিলিতভাবে পাচার প্রতিরোধে মনিটরিং করার উদ্যোগ নিচ্ছি।

বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন ২০০০কে বলেন, রেজিস্ট্রেশনধারী সব ট্রাভেল এজেন্সিকে আটাবের সদস্য করা বাধ্যতামূলক করা হবে। যাতে এসোসিয়েশন সব সদস্যের ওপর মনিটরিং করতে পারে। তিনি বলেন, ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচলিত আইন বেশ দুর্বল। শাস্তির ব্যবস্থা লঘু। আইনের পরিবর্তন দরকার। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইতিমধ্যে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আসলে অবৈধভাবে আদম পাচারের বিষয়টি সরকারের সব মহল ও গোয়েন্দা সংস্থা জানতো। তখন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন? বন্ধ করা হয়নি অবৈধ ট্রাভেল এজেন্সিগুলো। নেয়া হয়েছে শুধু মাসোহারা।

দেশে কর্মসংস্থান নেই। বিপুল পরিমাণ বেকার জনগোষ্ঠী বিদেশে যাচ্ছে। এখানে সমস্যা নেই। তারা যেন বৈধ কাগজপত্র, কাজ নিয়ে যায়। প্রতারিত না হয়। বিদেশের মাটিতে বিপদে না পড়ে এসব বিষয়ে সরকারকে কড়া নজরদারি রাখতে হবে। পাচারকারী চক্র ও অসৎ ইমিগ্রেশন চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অতীতের মতো সময়ের প্রবাহে সরকারের বর্তমান উদ্যোগ যেন থমকে না যায়। আবার যেন একটি সাহারা বা ভূমধ্যসাগরীয় ট্র্যাজেডি জাতিকে শুনতে না হয়।

'মন্ত্রী মীর নাছিরের সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সচিব নোটিশ করে তা বন্ধ করে দেন। মন্ত্রীর চেয়ে কি সচিব বড়?'

এম এ মোহাইমিন সালেহ

m fvcwZ, AvUve